**মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৩ উপলক্ষে জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা, ১২ চৈত্র ১৪১৯, ২৬ মার্চ ২০১৩

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

ছোট শিশু-কিশোর সোনামনিরা,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৩ উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শিশু-কিশোর সোনামনিদের আমত্মরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতার প্রতি।

স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মরহুম মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মোঃ জিল্লুর রহমানকে। জাতিকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে গত ২০ মার্চ তিনি ইন্তেকাল করেন।

সুধিমন্ডলী,

মার্চ বাঙালির গর্বের মাস। এমাসে আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতার লালসূর্য ছিনিয়ে এনেছি। ঔপনিবেশিক শক্তি দীর্ঘদিন আমাদের শাসন ও শোষণ করেছে। দীর্ঘ ২৪ বছর আমরা সংগ্রাম করেছি পাকিস্তানি শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে। জাতির পিতার নেতৃত্বে স্বাধীনতার এ দীর্ঘ সংগ্রামে ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র নির্বাচন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ছয়-দফা, ১১-দফা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থ্যান এবং ৭০'র নির্বাচনের পথ পেরিয়ে আমরা উপনীত হই ৭১'র ৭ মার্চের মহা-মিলন মোহনায়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনতার সমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেন, ‘‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।''

সেদিন থেকেই বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্ত্ততি নিতে শুরু করে। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। পাকিস্তানী সামরিক শাসন অচল হয়ে পড়ে। মূলতঃ জাতির পিতার নির্দেশেই বাংলাদেশ পরিচালিত হয়। ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানী বাহিনী নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির উপর ‘অপারেশন সার্চ লাইট' নামে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। আমরা পাই একটি স্বাধীন ভূখন্ড। একটি পতাকা। একটি জাতীয় সঙ্গীত। বাঙালি বীরের জাতি হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি হয়।

সুধিবৃন্দ,

একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার পাশাপাশি জাতির পিতা শিশুদের কল্যাণে অনেক কাজ করে গেছেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮৯ সালে ‘শিশু অধিকার সনদ' গ্রহণ করে। জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। আমাদের সংবিধানেও শিশুদের জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিষয়টি তিনি সংযোজন করেন। জাতির পিতা মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি প্রথা চালু করেন। এখন ‘দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল' নামে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করেন। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের চাকুরী জাতীয়করণ করেন।

আমরা জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সংবিধান, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ এবং জাতির পিতা প্রণীত শিশু আইন অনুযায়ী একটি যুগোপযোগী ‘জাতীয় শিশুনীতি' প্রণয়ন করেছি। শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ বৃদ্ধি করেছি। বছরের শুরুতে বিনামূল্যে রঙ্গিন পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। শিশুদের উপর সকল ধরণের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করাসহ শিশুবান্ধব শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ৩০টি জেলায় ‘শিশুদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ' কর্মসূচি চালু করেছে। শিল্পকলার উপর শিশুদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রকলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। শিশুতোষ বই ও মাসিক শিশু পত্রিকা প্রকাশ করছে। জাতীয় শিশু পুরস্কার, বিভিন্ন মৌসুমী প্রতিযোগিতা এবং শিশু বই মেলারও আয়োজন করা হচ্ছে।

আমরা প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তাদের শিক্ষার সুযোগ বাড়িয়েছি। পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণকাজে নিয়োজিত শিশু, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

গত চার বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। দেশে তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটেছে। মানুষ সচেতন হয়েছে। স্বনির্ভর হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে।

বিশ্ব মন্দা সত্ত্বেও প্রবৃদ্ধি ৬ শতমিক ৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ৮৫০ মার্কিন ডলার। আমাদের কৃষি-বান্ধব নীতির কারণে দেশ এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ। ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩৫০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। সারাদেশে প্রায় ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। গ্রামীণ মা ও শিশুর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

ছোট্ট সোনামনিরা,

তোমরা দেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিবে। তোমাদের জন্য শিক্ষা, খেলাধুলা এবং বেড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা আমরা নিশ্চিত করেছি। প্রতিটি স্কুলে শরীরচর্চা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করেছি। একদিকে তোমরা লেখাপড়া শিখবে। অপরদিকে তোমরা শরীরচর্চা ও খেলাধুলায় পারদর্শী হবে। দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করবে।

আমরা ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করছি। আজ যারা শিশু-কিশোর, ২০২১ সালের মধ্যে তোমরা বড় হবে। তোমাদের প্রতিভা ও মেধা দিয়ে এই দেশকে সাজিয়ে তুলবে।

তোমরা স্বাধীনতার কথা, মুক্তিযুদ্ধের কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের কথা জানবে। জাতির পিতার কথা, দেশ ও দেশের মানুষের কথা জানবে। বড়দেরকে শ্রদ্ধা করবে। দরিদ্র, অসহায় ও প্রতিবন্ধী শিশুদের পাশে দাঁড়াবে। স্বাধীনতাবিরোধী ও তাদের দোসররা যাতে দেশকে আর পিছিয়ে দিতে না পারে সে ব্যাপারে তোমরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো তৎপর থাকবে।

আজ যারা এখানে এই সুন্দর কুজকাওয়াজ ও শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করছো, তোমাদের সকলকে আবারও অভিনন্দন। তোমাদের এই উচ্ছ্বাস, আনন্দ, উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমাদের চোখে-মুখের দৃঢ় প্রত্যয় দেখে আমার বিশ্বাস জন্মেছে বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেই।

আমরা বীরের জাতি। আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পেয়েছি। আমরা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছি। আমরা সমুদ্র জয় করেছি। এভারেষ্ট জয় করেছি। আমরা বিশ্বসভায় বাংলাদেশকে সম্মানের আসনে তুলে ধরেছি। যত বাধা আসুক আমরা সকল বাধাকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো-এ আমার দৃঢ় প্রত্যয়।

সুধিবৃন্দ,

আসুন, আমরা স্বাধীনতার চেতনাকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করি। জাতির পিতার আদর্শে উজ্জ্বীবিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করি। দেশের শান্তি, উন্নয়ন ও স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে প্রতিরোধ করতে একতাবদ্ধ হই।

স্বাধীনতা দিবসের এই আনন্দঘন পরিবেশে সকলের প্রতি আমার আহ্বান, আসুন সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য; এই শিশু-কিশোরদের জন্য একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

সকলকে আবারও স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।